198

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 AUG 1997
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের দ্বিবিধ সমস্যা

ভালো কলেজে পড়বার ইচ্ছে পোষণ করা অপরাধ নয়। ছাত্রজীবনে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ মনে প্রবলভাবে রেখাপাত করে। শিক্ষকদের পড়ানোর ধরন, লাইব্রেরির বইয়ের পর্যাপ্ততা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয় ছাত্রছাত্রীদের মননকে ঋদ্ধ করে তোলে। ভালো ছাত্রছাত্রী হয়ে, ভালো মানুষ হয়ে উঠার প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম; যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ফাঁক থাকলে তাকে মূল্য দিতেই হয়।

যে কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই এখন ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে কলেজে ভর্তি করছে না, অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়টিকেই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে উঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমন একটি রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে ভর্তি করার নির্দেশ দেয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিলেট এম. সি কলেজ ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে ভর্তি না নেয়ার সিদ্ধান্তের পরেও বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় শেষ পর্যন্ত ভর্তি নেয়া হয়। বরিশাল বি. এম কলেজের আশপাশে বেশ কতগুলো মানসম্পন্ন কলেজ থাকায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সেখানে ভর্তি নেয়া হচ্ছে না। পক্ষান্তরে অনেকগুলো কলেজ এ নিয়মনীতি মেনে চলছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। তাই বিকল্প ব্যবস্থার একটা সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড থাকা উচিত। যাতে কেউ খেয়ালখুশি মতো সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো ভালো কলেজে ভালো শিক্ষকরা পড়ান। পড়ানোর ব্যাপারটি শুধুমাত্র যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, পাঠ্য বিষয়ে রস সিঞ্চন করার, ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করার একটি ব্যাপার তো থেকেই যায়। না হলে পঠন বিষয় ও জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠে।

সহযোগী একটি পত্রিকার রিপোর্টে দেখা গেছে, '৯৪ সালের "হায়ার সেক্টর এডুকেশন প্রজেক্টের" আওতায় বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো দেখা যায়, তার মধ্যে প্রধান সমস্যাগুলো এ রকম ঃ আরো দু' শ্রেণী বাড়িয়ে শিক্ষাদানের প্রস্তুতি অধিকাংশ স্কুলেই থাকে না। দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করার জন্য যে শিক্ষক, লাইব্রেরি এবং পরিবেশ দরকার হয়, বেশিরভাগ স্কুলেরই সেই সামর্থ্য নেই। এই স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ব্যবস্থা সরকারকেই জরুরিভিত্তিতে করতে হবে।

এই দু'টি বড় সমস্যার কারণে এবারে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা বিপাকে পড়েছে। দেশের সকল কলেজ এ মুহূর্তে মানসম্পন্ন কলেজে পরিণত হবে, এ চিন্তা বাতুলতামাত্র। কাজেই যতদিন না উন্নতমানের কলেজ যথেষ্ট সংখ্যায় গড়ে উঠে ততদিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের বাড়তি চাপ বহন করে যেতেই হবে।